নবসাক্ষর পুস্তকমালা

সাধভক্ষণ

অনিল ঘড়াই

ছবি
সুব্রত চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এই বইটি পুরুলিয়ার মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া আয়োজিত লেখক-শিল্পী কর্মশালায় প্রস্তুত করা হয়েছে

ISBN 81-237-3007-1

প্রথম প্রকাশ : 2000 (শক 1921)

মূল্য : 6.00 টাকা

Sadhbhakshan *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক

নয়াদিল্লি 110016 **কর্তৃক প্রকাশিত**

ধানে রঙ ধরলে আকাশ নিজের মুখ জলের আয়নায় দেখে। পাহাড়ের কোলে আঁকা-বাঁকা নদী বহু দূর বয়ে গেছে। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে এমন দূরে খটখটে পাথর। শুধু পাথর নয়, সেই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অনেক গাছপালা। শাল-মহুয়া-করণ-কুসুম-শিশম-সেগুন কী নেই সেখানে? ঝগড়ু উদাস চোখে রোজ ঐ পাহাড়টার দিকে চেয়ে থাকে। তার বাপ বলত, 'বন-পাহাড় দুঃখ দিলে মানুষের আর কিছু করার থাকে না। মানুষের শক্তি পাহাড় ফাটায় বটে; কিন্তু প্রকৃতিকে বশে আনতে পারে না।'

ঝগড়ু জানে—ভগবানের মার দুনিয়ার বার! রাখে হরি তো মারে কে? ঝগড়ুর বউ কামিনী। দিনরাত মাথায় তুলে খাটে। কোন কাজে মানা নেই। ধান রোয়ার সময় কামিনী রোজ মাঠে ভাত নিয়ে যায়। ঝগড়ু আলে বসে সেই ভাত খায়। কচি কচি ধান চারাগুলো হাওয়ায় কি সুন্দর দোলে! কামিনীর দু' চোখেও খুশির ধারা ঝিলিক মারে। এক মুখ হেসে সে বলে, "এই কচি ধান-চারাগুলো একদিন বড় হবে। শিশির জলে ভিজে একদিন ওদের বুকে থোড় আসবে। পুরো মাঠ নতুন ধানের গন্ধে ভরে যাবে।"

কামিনীর স্বপ্ন মাখা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ঝগড়ুর মন আকাশের চেয়েও বড় হয়ে যায়। কামিনীর কুসুমতেল মাখা শরীর রোদে চকচক করছে। তবে ওই চোখের কোণে কোথায় যেন একটা ভয় লুকিয়ে আছে।

ধান গাছ তো যে কোন চাষীর কাছেই নিজের সন্তানের মতো। সন্তানের মঙ্গল সব বাবা-মাই চায়।

ঝগড়ু তাই মনে মনে ভাবে, সে কি পারবে ধান-চারাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে! প্রতিবছর বন জংগল কাঁপিয়ে দামাল হাতি নেমে আসে। পাহাড়ের কোলের জমিগুলো পিষে তছনছ করে দিয়ে যায়। ওরা পাকা ধান খায়, ফসল নষ্ট করে। জলা ধান-জমিতে পায়ের ছোপ ছোপ দাগ এঁকে দিয়ে পালিয়ে যায়। গত বছরও বুনো হাতির দলের কাছে ঝগড়ুরা হার মেনেছিল। সে বছর তারা অর্ধেক ফসলও পায় নি। গ্রাম-প্রধান সুবল গুছাইত আফ্‌সোস করে বলেছিল, "মাঠের ফসল ঘরে না এলে মনে কি শান্তি থাকে গো? আজকাল চোর-ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় ওই বুনো হাতির দলকে। ওরা পারে না এমন কাজ আর নেই!"

সুবল বিচক্ষণ মানুষ। তার কথায় ওজন আছে। তাই ধানে রঙ লাগার পরই ঝগড়ুর মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কামিনী তাকে বোঝায়, "তুমি অত ভাবছ কেন? যা হবার তা তো হবেই। একদিন মানুষের বুদ্ধির কাছে হাতির শক্তি হেরে যাবে। এ সংসারে গায়ের জোরে খুব কম কাজ হয়। বুদ্ধি যার, বল তার। জিত হবেই হবে।"

ঝগড়ু অবাক চোখে কামিনীকে দেখে। এ বছর শুধু ধান গাছেই থোড় আসেনি, তার বউটাও গর্ভবতী হয়েছে। সামনের কোজাগরী পূর্ণিমায় তার সাধভক্ষণ হবে। আর মাত্র কটা দিন বাকি। কামিনীর মন জুড়ে এখন টানটান উত্তেজনা। এই প্রথম সে মা হবে। ভরা ধান-মাঠের হাওয়ায় কামিনীর শাড়ির আঁচল ওড়ে। চারপাশে কত রঙ-বেরঙের ঘাস ফড়িং উড়ে বেড়ায়।



কামিনী ধান মাঠের সুগন্ধ যেন সারা গায়ে মেখে নেয়। তাই দেখে ঝগড়ু হাসে। আদর করে বলে, "ধান-মাঠ থেকে উঠে এসো গো, নইলে ধানের শুঁয়ো গায়ে কুটকুটোবে।"

ঝগড়ুর কথা কামিনী কানে তোলে না। শুধু খিলখিলিয়ে হাসে। ঝগড়ু জোর করে বউয়ের হাত ধরে। খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে, "তুমি আমার ভরা ধান মাঠ গো! তোমাকে আগলে রাখার সব দায় তো আমার। এবছর আসুক দেখি হাতি। দেখবে কেমন মজা দেখাই ওদের।"—বলতে বলতে ঝগড়ুর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, তবু নরম সুরে বলে, "তোমার সাধের দিনে আমি সবাইকে ভরপেট খাওয়াব। তুমিও পেট পুরে যা মন চায় খেও। তুমি পেট পুরে না খেলে আমাদের যে খোকা হবে—তার মুখ দিয়ে লালা গড়াবে!"

কামিনী ঝগড়ুর কথা শুনে হাসে। ঝগড়ুর মতো সেও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। সাধভক্ষণের দিনে সে নতুন কাপড় পরবে। কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরবে। সুগন্ধি তেলে চুল বাঁধবে। চওড়া সিঁথি করবে। সেই চওড়া সিঁথিতে লাল টুকটুকে পাতা সিঁদুর লেপটে দেবে। দু'পায়ে আলতা পরবে। তার ভরা পেটের উপর জড়িয়ে থাকবে লাল ডুরে শাড়ি। কোন সধবা বউ মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে ঢুকিয়ে দেবে মুখে। যারা বড় তারা তাকে আশীর্বাদ করবে। এমন একটা সুখের দিনের স্বপ্ন কামিনী প্রায়ই দেখে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বেশিক্ষণ টেকে না।

ঝগড়ুর অবস্থা তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়। গত বছর হাতিরা দু-বিঘা জমির ধান তছনছ করে দিয়ে গেল। শূন্য ধান খেতের দিকে তাকিয়ে ঝগড়ু বুক চাপড়ে কেঁদেছে। কামিনীও

ঝগড়ুর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলেছে। ঝগড়ু চোখ মুছে বলেছে, "শুধু হাতিকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। এসব হলো আমার ভাগ্যের দোষ। শুধু হাতি নয়, জংগলের বুনো শুয়োরও ধান খেয়েছে। ওদের আমরা কোন সাজাই দিতে পারলাম না। বনের পশুর কাছে ডাঙার মানুষ হেরে গেল!"

আজ কথা থামিয়ে ঝগড়ু কেমন চোখে তাকাল, বলল, "গত বছর আমরা হেরে গেছি, কিন্তু এবছর আর হারব না। এ বছর যে করেই হোক ফসল বাঁচাব। সুবল কাকা বলেছে—এ বছর তার ছেলে বিশু আসবে কলকাতা থেকে। সে ভাল দো-নলা বন্দুক চালাতে পারে। এবার দেখো, হাতি আর জংলী শুয়োর লেজ গুটিয়ে পালাবে।"

"তাই যেন হয়"—কপালে হাত ছুঁইয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে কামিনী, বলে, "মাঠের ধান গোলায় উঠলে আমি বড়াম থানে পুজো দিয়ে আসব।"

তার কথা শুনে ঝগড়ু ভীষণ উৎসাহ পায়। কামিনীর মন রাখার জন্য বলে, "মাঠের ফসল ঘরে তুলে তোমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেব। এক জোড়া কানের দুল গড়িয়ে দেব।"

দুই

বর্ষায় পোতা ধান-চারা আশ্বিনের শেষে খোলা আকাশের নীচে সোনা রঙ ছড়িয়ে দেয়। পাহাড়ী নদীর জলকে শরতের আকাশ বলে, 'ভাল করে দেখো। আমার চেয়ে আর কেউ সুন্দরী আছে?'

আকাশ যা পারে নদী বুঝি তা পারে না। আবার নদী যা



হাঁটতে হাঁটতে সুবল শুধোলেন, "আচ্ছা ঝগড়ু, তোমার বউয়ের শুনলাম বাচ্চা-কাচ্চা হবে--খবরটা কি সত্যি?"

ঝগড়ু লজ্জায় মাথা নিচু করে।

পাশের গ্রাম থেকে ভেসে আসে দুমাং নাগরা আর মাদলের বোল। তুলোর মতো আদুরী শরীর নিয়ে উড়ে যায় লক্ষ্মী পেঁচা। ছিটে বেড়ার ঘরের উপর চাঁদ জ্যোৎস্না ঢেলে দেয়। সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে কামিনীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে ঝগড়ু। কামিনী চেয়ে থাকে রূপালী টিপ চাঁদের দিকে। ঝগড়ু বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারে না, কামিনীর ভরা পেটের উপর আলতো হাত রেখে বলে, "আমার এখন মহা দায়। ভরা খেত আর ভরা মেয়ে মানুষ—দুই সামলানই বড় ঝুঁকির কাজ।"

কামিনী আলতো করে হাসে, "আমাকে নিয়ে তুমি এত ভেবো না তো! তুমি মাঠ পাহারা দিতে গেলে আমি ঘরে মোটেই একা থাকি না। আমার কাঁচা খোকা যে সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে!"

মাঝরাতে এলোমেলো বেজে ওঠে টিন। মহুয়াগাছের ডালে বসে পটকার সলতেয় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দেয় রাতজাগা মানুষ। ভয়ে জংগলের দিকে ছুটে যায় বুনো হাতির দল। মশাল হাতে তাদের তাড়া করে রাতজাগা মানুষ।

সকালবেলায় যখন ঝগড়ু ঘরে ফিরে আসে, কামিনী ওর শিশির ভেজা পা দু'খানার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে। এক সময় নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে বলে, "জান, কাল রাতে কচি খোকার পা দুটো আমি ধরেছিলাম। নরম তুলতুলে ছোট ছোট পা! একবারে তোমার পা-দুটোর মতো।" ভাললাগে ঝগড়ুর, বলে, "আমাকে একদিন দেখিও তো!" তারপর সে



গলা খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, "মেয়েরা মা হলে ধান মাঠও তাদের কাছে হেরে যায়।"

কামিনীর সাধের দিনে শহর থেকে ফিরে এসেছে বিশু। সাধ খাওয়ার মাংস তারই জোগাড় করে দেওয়ার কথা। সেই মত ঝগড়ু খুব সকালে মাঠে গিয়েছে। কামিনী নিজের হাতে তাকে আটার গোলা বানিয়ে দিয়েছে। এই আটার গোলার মধ্যে বিশুর ছোট ছোট বোমা লুকোনো আছে। ধানখেতের ধারে ধারে এগুলো রেখে আসবে। বুনো শুয়োর আটার গোলা খেতে গেলেই একদম খতম। তখন ধান মাঠ থেকে ঘাড়ে করে শুয়োর নিয়ে ফিরবে। জমে যাবে ভোজবাড়ি। ঝগড়ুর মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ে হাসি—এ তো দেখছি এক ঢিলে দুটো পাখি মারার বুদ্ধি! ভালই হলো, ভোজও হবে শুয়োরও পালাবে।

আটার গোলা ধানখেতে লুকিয়ে রেখে বিশু আর ঝগড়ু মহুয়াগাছের গোড়ায় ফিরে এল। বিশু একটা সিগারেট ধরায়, তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাচায় গা এলিয়ে দেয়। ঝগড়ু পাশে বসে। ঘণ্টা খানিকও হয়নি, হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দ। ঝিমুনি কেটে গেল বিশুর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ ভেসে এল। বিশু আর দেরি করল না। ভালুকের চেয়েও বেশি গতিতে নেমে এল গাছ থেকে। তারপর পড়িমরি করে ধানখেতের দিকে ছুটে গেল। বোমার আঘাতে একটা দশাসই ধাড়ী শুয়োরের মাথা থেঁতলে গেছে। মাঠের ভেতর ছটফট করছে শুয়োরটা। কিছুক্ষণ ছটফট করে শুয়োরটা এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আনন্দে বিশু আর ঝগড়ু শুয়োরটা ঘাড়ে তুলে ছুট লাগালো ঘরের দিকে।

কামিনীর সব সাধ পূরণ হলো। বুনো শুয়োরের মাংস দিয়ে সাধ-খাওয়া আর ক'টা বউয়ের ভাগ্যে জোটে? তার সারা শরীরে যেন খুশির ঝর্ণা নামছে। দূরে দাঁড়িয়ে ঝগড়ু বলল, "পেট ভরে খেও। লজ্জা করো না। পাক্কা ষাট সের ওজন শুয়োরটার। আজ পুরো গ্রামের লোক আমার উঠোনে বসে খাবে। ভাব তো, কী সৌভাগ্য আমাদের!"

কামিনীর মনে তবু কোন সুখ নেই। সে বড় আনমনা। চিকচিক করছে তার চোখের তারা। তার মনে কিসের দুঃখ? সে যা চেয়েছিল সবই তো পেয়েছে! নতুন ডুরে শাড়িতে তাকে ঠাকুরের মতো দেখাচ্ছে। কান পাশায় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কপালে সিঁদুরের গোল টিপ, পায়ে চওড়া আলতা। সব কিছু পেয়েও কেন কান্না আসছে তার?

পাশে বসে বিশুর মা ললিতা বলল, "বউমা, এবার মাংসের ঝোল মেখে দুটো নতুন ধানের ভাত খাও। আজকের দিনে পেট ভরে খেতে হয়, লজ্জা করে খেও না।"

কামিনী মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিতে যায়, তখনই তীরের মতো কানে ঢোকে বিশুর গলা, "জান তো ঝগড়ুদা—শুয়োরটার পেটে ছানা ছিল। না মারতে পারলে ওই শুয়োরের বাচ্চাগুলো বড় হয়ে আবার ধানখেতে আসত। ধাড়ী শুয়োরটা মরে ভালই হয়েছে।"

ঝোল মাখানো ভাতের দলা মুখে পুরে কামিনীর চোখে ভেসে ওঠে মাথা থেঁতলে যাওয়া ধাড়ী শুয়োরটার কথা। ওর পেটে কটা বাচ্চা ছিল? নিশ্চয়ই আর ক'দিন পরে পাহাড়ের ধারের ওই জংগলটায় শুয়োরটার প্রসব হোত। কিলবিল করে নড়ত



নরম তুলতুলে বাচ্চাগুলো। চোখ পিটপিটিয়ে তাদের দেখত সুখী শুয়োর মা। জংগল ভরে যেত খুশির শব্দে।...

সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল! কামিনীর বাঁ হাতটা ভয়ে ভয়ে উঠে আসে নিজের পেটের উপর। সে বুঝতে পারে তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। দু'চোখ ভরে উঠছে জলে। এক গর্ভধারিণী অন্য গর্ভধারিণীর মাংস খেয়ে কি মনের সাধ পূরণ করতে পারে?

ললিতা ব্যস্ত হয়ে বলল, "খাও মা, খাও। পিত্তি পড়ে গেলে গা চটকাবে।" কামিনীর গলা ফুঁড়ে ঠেলে উঠল বমির বেগ। দু-হাত দিয়ে সে ঠেলে দিল ভাতের থালা, মাংসের বাটি। ভীষণ ভয়ে ফাঁকা ধান মাঠের মতো ভরা পেটটার দিকে সে অপলক তাকিয়ে থাকে।

□□

Printed at Shagun Offset, Mohammad Pur, New Delhi-66